পাঠক ফোরাম

এর শেষ কোথায়

ধর্ষণ, খুন, অপহরণ—এসব নিয়েই প্রতিটি দিনের শুরু। ধর্ষণের নির্যাতন সইতে না পেরে সাড়ে চার বছরের শিশুকন্যা সাথী যখন আর্তনাদ করে বাতাস কাঁপিয়ে তোলে কোনো এক সূর্যদুপুরে, আমরা তখনও অচেতন ঘুমিয়ে থাকি নিঃশব্দে, নীরবে। সময় গড়িয়ে যায়, ধর্ষণ বেড়েই চলে। শেষ কোথায় এর? বন্ধ কি হবে না এ দুঃসহ যন্ত্রণা? মানবতার বিপর্যয়ে স্তম্ভিত বিবেক। দম দিলে যন্ত্রের পুতুলও শাঁ শাঁ করে ছুটে চলে, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাড়িত হই না। তেরো কোটি মাথা আমাদের, আজও মস্তিষ্ক হয়ে ওঠেনি। ছোট শিহাবের নিষ্পাপ শরীরকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। 'দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি।' এভাবেই আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে বহুরূপী। কলুষিত হয় বিবেক। রহিত হয় সত্য সুন্দরের শুভ কামনা।

নরেশ নিষাদ
ফরেস্টি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

অপসংস্কৃতি চাই না

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত মেলা ও অনুষ্ঠানাদি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ, সংস্কৃতির অঙ্গ। গ্রামীণ জীবনে বাংলা সন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। হালচাষ, ফসল উৎপাদন, বীজ বপন, বিবাহ, সাংসারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা সন ও তারিখ ব্যবহৃত হয়। গ্রামে মেলা ও উৎসব চৈত্র সংক্রান্তির দিন ও ১লা বৈশাখ পালন বহু বছরের পুরাতন ঐতিহ্য। গ্রামীণ জীবনে নববর্ষের একটা বড় অনুষ্ঠান ছিল হালখাতা। এদিকে আমরা গত কয়েক বছর যাবৎ ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের নামে রাজধানীতে জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে একশ্রেণী যুবক-যুবতীর রাস্তায় বেলেল্লাপনা করার ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। এটি জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধের সঙ্গে একেবারেই অসামঞ্জস্য। এগুলো কি খুবই জরুরি?

লাড়লা
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

হারবাল চিকিৎসা!

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম চরিত্রটির নাম হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, সংক্ষেপে হোমো এরশাদ। শিল্পী কামরুল হাসানের তুলিতে আঁকা বিশ্ববেহায়া। নারীলিপ্সু এই লোকটি সম্ভবত ভায়াগ্রার প্রতি এতোটাই আসক্ত যে, লোকলজ্জার মাথা খেয়ে এই বয়সেও বেদিশার মতো বিদিশাকে বিয়ে করতে ইতস্তত বোধ করেন না। আর মহিলাটিও কথাবার্তা বলেন কুৎসিত ভাষায়। নইলে 'এরশাদের পিতৃত্ব নিয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে, প্রেগন্যান্ট হওয়ার জন্য তাদের এরশাদের কাছে আসা উচিত। অথবা 'রোমান্সের সময় কি আর রাতদিন মাথায় থাকে?' এরকম লাগামহীন নোংরা সংলাপ মুখ দিয়ে বের হয় কি করে? লোকমুখে শুনি— মেহেদি পাতায় প্রস্রাব করলে নাকি মানুষের যৌন ক্ষমতা লোপ পায়। মিথটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপামর নারীকূল থেকে এরশাদের লোলুপ দৃষ্টি উপেক্ষা করানো একমাত্র উপায় হলো— হাত-পা বেঁধে ইমিডিয়েটলি তাকে মেহেদি পাতার ওপর প্রস্রাব করানো, তাতে যদি একটা প্রতিকার পাওয়া যায়।

আতিক, 87-15 Parsons Blvd # 2P, Jamaica, NY-11432, U.S.A

একজন কমল মমিন

সাপ্তাহিক ২০০০ পড়ে জানতে পারাম ক্যান্সার আক্রান্ত কবি-গদ্যকার কমল মমিনের নতুন গদ্যের বই 'নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রার্থনা' প্রকাশিত হয়েছে। 'একজন কমল মমিন' লেখাটি পড়ে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। এর আগে সাপ্তাহিক ২০০০ পড়ে কিনেছিলাম কমল মমিনের গদ্যের বই— আমাকেও মনে রেখো। অসাধারণ সেই বইটি যারা পড়েছেন তারাই বলেছেন, চমৎকার গদ্য লিখেন তিনি। ক্যান্সারকে শরীরে বহন করে গদ্য-পদ্য লিখে যাচ্ছেন কমল মমিন। অসহায়, অসুস্থ এই লেখকের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাপ্তাহিক ২০০০। তাদের এই মানবিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। তার সঙ্গে ২০০০-এর পাঠকদের অনুরোধ করছি, তারা যেন কমল মমিনের একটি বই কিনে তার চিকিৎসায় সহায়তা করেন।

নাহিন কাদের
ফি স্কুল স্ট্রিট, ঢাকা

অবহেলিত চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচলন এ দেশে বহু পুরাতন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এই চিকিৎসা সেবার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কতিপয় অসাধু ব্যক্তির কারণে এই চিকিৎসা পদ্ধতির সুনাম খর্ব হচ্ছে। অসহায় দরিদ্র মানুষ স্বীকার হচ্ছে প্রতারণার। কেউ চিকিৎসা করছেন রেজিঃ ব্যতীত, কেউবা অধ্যয়নরত অবস্থায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সুষ্ঠু নজর দেবেন কি?

ডাঃ লুৎফা বেগম
দিঃ হোঃ মেঃ কলেজ, দিনাজপুর

ডুকা

বর্তমান শতকের হাতছানি আর বাস্তবতার প্রয়োজনেই চাকরির ক্ষেত্রে এখন কম্পিউটার একটা বড় ফ্যাক্টর। কম্পিউটার আজ সর্বগামী-সর্বব্যাপী। এই চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'ডুকা' গড়ে ওঠে। এখানে প্রশিক্ষণ লাভের মাধ্যমে অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের আইটি প্রফেশনাল হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উন্নত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের কারণে খুব অল্প সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সম্প্রতি 'ডুকা'র বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির আন্তরিকতা, সহায়ক ভূমিকার প্রেক্ষিতে এই অভিযোগ নিতান্তই দুঃখজনক।

গুলরেহান আনোয়ার
ঢা.বি

সিনেমায় কেন গান

সিনেমাকে বলা হয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। যদিও সিনেমার অর্থ চলচ্চিত্র, বায়োস্কোপ বা স্টার। সিনেমার অর্থ যাই হোক, আমার লেখার প্রেরণাদাতা ফেনী জেলা সোনালী ব্যাংক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সামছুদ্দোহা মজুমদার আমাকে বললেন জীবনে তো কোনো গান নেই। সিনেমা যেখানে জীবনের প্রতিচ্ছবি, সেখানে গান কিভাবে আসে? আসলে এই বিষয়টি প্রতিটি মানুষকেই ভাবিয়ে তুলবে। গানহীন চলচ্চিত্র কি ভাবা যায়? এ ব্যাপারে চলচ্চিত্র বোদ্ধারাই ভালো বলতে পারবেন। চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োজন আছে কি নেই, এ নিয়ে বিতর্কে জড়ালে বহু দূর গড়াবে। সিনেমায় কতোটুকু বাস্তবতা আছে কতটুকু নেই, তা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই বোঝেন। তবে বিভিন্ন সময় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে নানা জনে নানান মত পোষণ করেন। সে তর্কে না গিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্মাতাগণের কাছে 'চলচ্চিত্রে কেন গান' অথবা 'গানহীন হবে কেন চলচ্চিত্র?' এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত আশা করছি।

ম. শওকত আলী, জিগাতলা, ঢাকা

একটু ভাবুন

ফুল যেমন বাগানের শোভা বর্ধন করে, তেমনি ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রেক্ষাপটে এ চিত্রটা কিছুটা বিপরীত। দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠের শিক্ষানবীশ পিন্টু-সুমনের পর্নো কেলেঙ্কারী, রোকের নির্লজ্জ ইতরামি, সম্প্রতি মাদ্রাসা থেকে হাফেজী পাশ করা শরীফ মৃধা কর্তৃক স্কুলছাত্র নির্মমভাবে হত্যা পশুত্বকেও অতিক্রম করেছে, করেছে আমাদের ছাত্র সমাজ তথা শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত। এই কলুষতা দূর করবার কি কোন উপায় নেই?

মোঃ রাজীব আল শামস্
মিশন রোড দিনাজপুর

দৃষ্টি আকর্ষণ

নিজামুল হক বিপুলের সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'জলপ্রপাতে একদিন' লেখাটি পড়ে কিছুটা মর্মাহত হয়েছি। লেখাটির এক জায়গায় মাধবকুন্ড জলপ্রপাতকে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক জলপ্রপাত বলা হয়েছে। আমার মনে হয় নৈসর্গিক শোভামন্ডিত সুন্দর বাংলাদেশের সুন্দর ও লোভনীয় আরো অনেক স্থান রয়েছে। কেননা, মাধবকুন্ড জলপ্রপাতই দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক জলপ্রপাত নয়, এ

টোকাই

রকমের জলপ্রপাত সীতাকুন্ডেও রয়েছে। তাই কোনো কিছু লেখার আগে সে বিষয়ে ভালোভাবে জেনে নেয়া কি সমুচিত নয়? কেননা এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য আমাদের জ্ঞানের পরিসীমাকে করবে সঙ্কুচিত। *(বাংলাদেশে আরো অনেক জলপ্রপাত রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তবে মাধবকুন্ড জলপ্রপাত সবগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম। এটি উচ্চতায় সবগুলোর উর্ধ্বে। অর্থাৎ প্রায় ১৫০ ফুট ওপর থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।)— প্রতিবেদক*

মুহাঃ কামরুল হাসান
৪৩২, এ.বি হল
জা.বি. সাভার, ঢাকা-১৩৪২

গ্রাফিক্সে গ্র্যাজুয়েশন

আমাদের দেশে কম্পিউটার শিক্ষা মানেই অফিস, ডাটাবেজ বা প্রোগ্রামিং শেখাকেই বোঝায়। কিন্তু কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রাফিক্স যা একই সাথে চারুকলা, গ্রাফিক্স আর্টস বা চলচ্চিত্র সব কিছুতেই জড়িত। গ্রাফিক্স হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আর মাল্টিমিডিয়াকে বলা হচ্ছে 'একুশ শতকের প্রাণ'। সুতরাং এ থেকে অনুধাবন করা যায় শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে এর কি প্রভাব। বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স ছাড়া কোথাও গ্রাফিক্সে গ্র্যাজুয়েশন কোর্স করান হচ্ছে না। দেশের একমাত্র গ্রাফিক্স আর্ট ইন্সটিটিউটও পারছে না বর্তমান সময়ের বিশাল চাহিদার সাথে সঙ্গতি রাখতে। এমতাবস্থায় দেশের সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, বিআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্সের পাশাপাশি গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য আলাদা একটি বিভাগ খোলা হোক।

এসএম কামাল হোসেন
নড়াইল সদর-৭৫০১

ছবির প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশে চলছে এখন ছবির প্রতিযোগিতা। কার ছবি উঠবে কার ছবি নামবে। এ নিয়ে সংসদে বিল পাস, বাইরে হরতাল ধর্মঘট মিছিল মিটিং ভাংচুর, সবই হচ্ছে। আশ্চর্য এ দেশ! এদেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ। তারা বিজ্ঞ লোক হয়েও সাধারণ কথাটা বোঝেন না যে জোর করে শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না। সম্মান আদায় করতে হয় আচার-আচরণ আর ব্যক্তিত্ব দিয়ে। দুঃখের বিষয় এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা জোর করেই সম্মান আদায় করতে চায়।

মাহাবুব হোসেন
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সিগারেটে জাহিদ

এদেশের লাখো ভক্তের মতো আমিও অভিনেতা জাহিদ হাসানের একজন ভক্ত। আমি অধূমপায়ী...। সামান্য ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে তিনি তার শিল্পী সত্তাকে সিগারেটের মতো ক্ষতিকর পণ্যের কাছে বিক্রি করে দেবেন— সত্যিই ভাবতে পারিনি। দেশের যুব সমাজ তাকে আদর্শ মনে করে। পারতপক্ষে জাহিদের সব কার্যকলাপই ফলো করে। কাজেই তিনি সেই গ্রামের বেলা থেকে সিগারেট ধরেই ফেলেছেন— জেনে তার ভক্তরাও যে সিগারেট ধরবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? আর যদি ধরে, তবে দেশের যুব সম্প্রদায়ের ক্ষতির দায়ভারটা কি জাহিদ নিতে পারবেন?

ফেরদৌস ফরিদ
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা কি বধির

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক ফোরাম বিভাগে লেখা 'কিশোর অপরাধ' শীর্ষক আমার ছোট্ট লেখাটি এত শীঘ্রই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মূর্ত হয়ে উঠবে ভাবিনি মোটেও। শিহাব হত্যার বিষয়টি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী (?) কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি পাবে বলে আশা করছি এবং সেই সঙ্গে 'কিশোর অপরাধ' বিষয়টি কড়া আইনানুগ নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়েও যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সচেতনতা কামনা করছি সকল মহলের।

অবাক
mirana7@hotmail.com

আরো প্রত্যাশা

একটি ব্যাপার আমাকে মাঝে মধ্যে বিস্মিত এবং পীড়িত করে— আমাদের দেশে ভালো কোনো সাহিত্য পত্রিকা নেই। শিল্পপতিদের কল্যাণে দেশে এখন অজস্র দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকার ছড়াছড়ি। বিনোদন, কম্পিউটার, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক পত্রিকারও অভাব নেই। কিন্তু প্রকাশনার এই ক্ষেত্রটিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকা যেন একেবারে গায়েব! মনে আছে, বছর তিন-চার আগে বেক্সিমকো একটা পত্রিকা বের করেছিলো 'শৈলী' নামে। কিছুদিন ওটা 'জেল্লা' ধরে রাখতে পারলেও এখন ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে জানি না। অবশ্য তরুণ লেখক কেন্দ্রিক লিটল ম্যাগ কিংবা এ জাতীয় সাহিত্য পত্রিকা বেরোয় কিছু কিছু। কিন্তু ওগুলোর মানও যে খুব উন্নত এটা দাবি করাও খুব ভুল। তরুণ লেখকদের সাহিত্য প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য ২০০০ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। তাদের কাছে আরো বেশি কিছু প্রত্যাশা করছি।

তারিক সালমন, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। ঠিকানা না ছাপতে চাইলে পুরো ঠিকানা অন্যত্র লিখবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

অপরাজনীতি

দোষগুণ নিয়েই মানুষের চরিত্র। এর ভেতর দিয়েই বাঙালি জাতিসত্তার মহীরুহ হয়ে এসেছিলে শেখ মুজিবুর রহমান। মসনদের প্রতি অন্যায় আসক্তি থাকা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান ছিলেন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক। '৭১-এর সবচাইতে সংকটকালে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়ে জাতির প্রতি গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ। অথচ এই তিনজনসহ আরো অনেকেই রাষ্ট্রের সবচাইতে সুরক্ষিত অবস্থানে থেকেও নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ড একটা জাতির দুঃসহ কলঙ্কের ভার। পক্ষান্তরে মীরজাফরের প্রেতাত্মা খন্দকার মোশতাক বেশ আরাম-আয়েশে থেকেই মরেছে; '৭১-এ হত্যা, ধর্ষণ এবং মোনাফেকির হোতা গোলাম আযম বহাল তবিয়তেই আছে! বেহায়ারও বেহায়া এরশাদ এ দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের লাইসেন্স পায়। এদেরকে কারা মদদ দিয়েছিল এবং দিচ্ছে?

শাহরিয়ার হাসান শাহেদ
Jeddah, Saudi Arabia